কারিগর ও বাজিকর

BANGLADARSHAN.COM

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥কারিগর ও বাজিকর॥

কারিগর যেখানে থেকে কারিগরি করে সে দেশে কাজ হয় আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থে। এতটুকু বীজ যেমন হয়ে ওঠে মস্ত গাছ আস্তে আস্তে, গুটিপোকা যেমন আস্তে ধীরে হয়ে ওঠে রঙিন প্রজাপতি, সেইভাবে কাজ চলে কারিগরি-পাড়ায়। হঠাৎ কিছু হবার জো নেই সেখানে। আর বাজিকর-পাড়ায় যেখানে বাজিকর কারসাজি করে সেখানে সবই অদ্ভুত রকমের হঠাৎ হয়ে যায়। হাউয়ের পাঁকাটি ফোঁস করে আকাশে উঠে ঝর-ঝর করে তারা-বৃষ্টি করে পালায়। লাল বাতি হঠাৎ সবুজ আলো দিয়ে দপ্ করে জ্বলেই নেভে—হয়তো কোথাও কিছু নেই একটা বোমা হাওয়াতে ফাটল আর রাতের আকাশ দিনের সমস্ত জানা-অজানা পাখির কিচমিচিতে ভরে গেল।

কারিগরকে কেউ বড়ো-একটা চেনে না, কিন্তু বাজিকরের নাম ছেলে বুড়ো রাজা-বাদশা ফকির সবার মুখেই শোনা যায়। পয়সাও করে বাজিকর যথেষ্ট আজগুবি তামাসা দেখিয়ে।

এক সময় রাজসভায় কারিগর আর বাজিকর দুজনেরই কাজ দেখাবার হুকুম হল। যেখানে যত কারিগর যত বাজিকর সবাই যে-যার গুণপনা দেখাতে হাজির আপনার আপনার দলের সর্দারকে নিয়ে। দুই দলের মধ্যে এক মাস তেরো দিন লড়াই চলেছে, কোনো দল জেতেও না হারেও না। ভূত-চতুর্দশীর দিন রাজা দিলেন ছুটি দুই সর্দারকে শেষ হার-জিতের জন্য প্রস্তুত হতে।

BANGLADARSHAN.COM

ভূত-চতুর্দশীর সারা রাত বাজিকরের ঘরে কারো ঘুম নেই। পঁচিশ গণ্ডা চেলা, তারা লোহাচুর করতে বসে গেল, তাই নিয়ে বাজিকর অদ্ভুত সব বাজি করলে যা কেউ কখনো দেখে নি। তার উপর গাছ-চালা নল-চালা থেকে আরম্ভ করে যা-কিছু বিষয় তার ছিল সব একত্র করে সে একটা মস্ত সিন্দুক ভর্তি করে ভোর না-হতে রাজ-বাড়িতে গিয়ে হাজির হল, সঙ্গে পঁচিশ গণ্ডা চেলা, তারা তাল ঠুকে ডিগবাজি করে যেন সভা চমকে তুললে।

রাজা সভা করে বসে আছেন, রানীরা আড়াল থেকে উঁকি দিতে লেগেছেন। বাজি শুরু হয়, কিন্তু কারিগরের দেখা নেই। রাজা ব্যস্ত হয়ে বলেন—'গেল কোথায়?'

বাজিকর হেসে বলে—'মহারাজ, সে তার একগণ্ডা চেলা নিয়ে বোধহয় রাতারাতি চম্পট দিয়েছে। অনুমতি দেন তো বাজি কাকে বলে দেখাই।'

বলেই বাজিকর একলাফে আকাশে উঠে হাওয়ার উপর তিন-চারটে পাক খেয়ে ঝুপ করে একেবারে রাজার ঠিক সিংহাসনটা বাঁচিয়ে মাটিতে সোজা এসে দাঁড়াল। সভার চারি দিকে হাততালি আর সাধুবাদ শুরু হয়ে গেল। সেই সময় বাজিকর বিদ্যের সিন্দুক খুললে। অমনি-চর্‌কি বাজির মতো বন্-বন্ করে, ছুঁতো বাজির মতো চড়-বড় করে বাজির ধুম লেগে গেল এমন যে কারুর চোখে-মুখে দেখবার বলবার অবসর রইল না।

রাজা মহা খুশি হয়ে গজমোতির মালা খুলে বাজিকরকে দেন—এমন সময় কারিগর এসে হাজির হল একলা।

রাজা তাকে দেখে বললেন—'তুমি কোথায় ছিলে, এমন বাজিটা দেখতে পেলে না!'

কারিগর একটু হেসে বললে—'তোমার পালা কি রকম? এতক্ষণ এসে পৌঁছতে পারো নি, বেলা শেষে হয়েছে, যাও!'

রাজা বাজিকরকে থামিয়ে বললেন—'না, তা হয় না। সময় আছে, এরই মধ্যে যা পারে ও দেখাজ কারিগরি।'

একদিকে কারিগর আর-এক দিকে বাজিকর। কারিগর একটা পাখির পালক বাজিকরের হাতে দিয়ে বললে—'এইটে ওড়াও।'

বাজিকর পালকটা ফুঁ দিতেই সেটা উড়ে গিয়ে সভা ছাড়িয়ে মাঠে পড়ল। সভাসুদ্ধ কারিগরকে দুয়ো দিয়ে উঠল।

তখন কারিগর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে—'এইবার আমায় উড়াও তো দেখি কত বড়ো বাজিকর!'

BANGLADARSHAN.COM

সভাসুদ্ধ স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল, কী হয়! বাজিকর ফুঁ দেয়, কারিগর হেলেও না।

খানিক পরে বাজিকর চোখ রাঙিয়ে বললে—'কই তুমিই আমায় ওড়াও তো দেখি কত বড়ো কারিগর!'

কারিগর একটু হেসে বাঁশিতে ফুঁ দিতেই একধার থেকে একটা লোহার পাখি সভার মধ্যিখানে কারিগরের চেলারা এনে হাজির করলে। কারিগর বাজিকরকে বললে—'এগিয়ে এসো। পাখির পিঠে চড়ে পড়ো, কেমন না ওড়ো দেখি।'

কলের পাখির বিকট চেহারা দেখে বাজিকর শুকনো মুখে রাজার দিকে চাইতে রাজা বললেন—'আচ্ছা হয়েছে, পরীক্ষায় কাজ নেই, ছেড়ে দাও।'

বাজিকর তখন বললে—'সে কী মহারাজ, ও আমায় ওড়াবে কী? লোকটা আগে নিজেই উড়ুক তো দেখি কেমন পারে। আমি মনে করলে এখনি ওর পাখিসুদ্ধ ওকে পালকের মতো এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারি। শুধু ছেলেমানুষ বলে এতক্ষণ রেহাই দিয়েছি। আর না, দেখাচ্ছি মজা এবার।'

কারিগর হাসতে হাসতে আপনার হাতে গড়া পাখির উপর সওয়ার হল। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। পাখি রঙিন আলোয় ডানা মেলে কারিগরকে নিয়ে মাটি ছেড়ে খুব আস্তে আস্তে আকাশে উঠতে আরম্ভ করলে। রাজা সাধুবাদ দিতে যাবেন এমন সময় বাজিকর পাখিটার পেটের তলায় দাঁড়িয়ে একটা মন্তর আউড়ে চারটে ফুঁ দিয়ে বললে—'দেখেন মহারাজ। এবার একেবারে উড়ল। যাঃ ফুঁ। আর আসিসনে, ভাগ্।'

পাখি সন্ধ্যার অন্ধকারে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেকক্ষণ আর ফিরল না।

রাজা বললেন–‘এ বাজিকরটা যা বললে, তাই তো করলে।’

রাজা বাজিকরকে বকশিশ দিলেন।

কারিগর খানিকক্ষণই পরে ফিরে এসে দেখে সভা শূন্য। কা কস্য পরিবেদনা। শুকনো মুখে অন্ধকারে শুধু তার একগণ্ডা চেলার মধ্যে মোটে একজন গালে হাত দিয়ে বসে আছে তার প্রতীক্ষায়। বাকি চেলারা বাজিকরের কাছে বিদ্যে শিখতে চলে গেছে।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM